দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

02

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সংঘাত চঃবিঃকে সচল করার সকল প্রক্রিয়া স্তব্ধ করে দিয়েছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

নেয়। ঠিক সেই সময়ে সরকারের উপরস্থ মহলের নির্দেশে গত সোমবার ৪টি আবাসিক হল ঘেরাও করে গভীর রাতে ছাত্রশিবিরের ৫৪ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এক মাসের আটকাদেশ দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লিয়াজোঁ কমিটির সভাপতি প্রফেসর সালাম এবং অন্যতম সহকারী প্রফেসর ডঃ দিদার পদত্যাগের ঘোষণা দিলে অচল বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার সকল প্রক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কবে নাগাদ সচল হবে তার কোন হিসাব কেউ বলতে পারছে না।

ওয়াকিবহাল মহল এবং সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ বলছেন, সরকারের একদলীয় রাজনৈতিক বিস্তার-নৈরাজ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল হয়ে যাওয়ার জন দায়ী। গত ৩ বছর যাবৎ সেখানে হল দখলের জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ গত দেড় মাস যাবৎ যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা এখন আর নিয়ন্ত্রণে নেই। এই অবস্থায় সরকার বন্দুকের নলের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়টি সচল করতে চাচ্ছে। সেজন্য প্রতিপক্ষ শক্তির নেতাকর্মীদের পাইকারীহারে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে অতীতে যে কোন সুফল আসেনি তার উদাহরণ ভূরি ভূরি। ১৯৯৮ সালে জোরপূর্বক ভার্সিটি সচল করতে গিয়ে একজন শিক্ষকপুত্রও মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়।

এদিকে সরকারের ভুল এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাড়াও ভার্সিটির ভিসি, প্রোভিসির ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনেকটা দায়ী। সে জন্য সরকার ইতোমধ্যে ভিসি-প্রোভিসি পদে রদবদলের চিন্তা করছে বলে জানা গেছে। গত দু'দিন যাবৎ এখানে জোর প্রচারণা চলছে যে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ডঃ আবু ইউসুফকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে জন্য তাকে সসম্মানে পদত্যাগ করতে বলেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত কোন কিছু নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভিসি-প্রোভিসি অপসারণ করলেই সে সংকটের সুরাহা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এজন্য প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারীদের দমন ও সকল সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করা। কর্তৃপক্ষ সেটা না করে একদলীয় চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফলে সেখানে সংঘাত-সহিংসতা ও রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। আর তাতে কোরবানী হয়ে যাচ্ছে ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর মূল্যবান শিক্ষাজীবন। তাদের পিতামাতা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে কখন তার সন্তান লাশ হয়ে ফিরছে।

এদিকে গত বুধবার মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ডঃ গাজী সালেহউদ্দিনের শহরস্থ বাসভবনে দুষ্কৃতকারীরা গুলী ও বোমা হামলা চালিয়েছে। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, একটি বেবিটেক্সিতে করে ৪/৫ জন মুখোশধারী যুবক গাজী সালেহউদ্দিনের হালিশহরস্থ বাসভবনে রাত ১০টার দিকে ৬ রাউন্ড গুলী ও ৫টি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে। গুলী ও বোমার বিস্ফোরণে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। ঘরের দরোজা বন্ধ থাকায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে দরজা-জানালার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ ব্যাপারে ডবলমুরিং থানায় একটি মামলা হয়েছে।

অন্যদিকে গতকাল সকল সাড়ে ৮টায় অগ্রণী ব্যাংকের একটি বাস স্টাফদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় যাওয়ার পথে নগরীর জিইসি এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের হামলার শিকার হয়। হামলায় বাসটির ক্ষতিসাধিত হয়। আতংকিত স্টাফরা আর কর্মস্থলে যায়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাংকটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গতকাল চট্টগ্রামে ভিসিকে স্মারকলিপি দিয়েছে। বেলা ১টায় স্মারকলিপি প্রদানকালে চাকসু এজিএস মাহবুবের রহমান শামীম, শিবির নেতা মিজবাহুল কবির, আবদুল হান্নান, ছাত্রদল নেতা মোঃ সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন পিন্টুসহ চট্টগ্রাম ভার্সিটির ৫৪ জন শিবির কর্মীর মুক্তি, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারসহ ৬ দফা দাবী পেশ করা হয়।

শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একসভা গতকাল সকালে শহরস্থ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি ডঃ অনুপম সেনের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গাজী সালেহউদ্দিনের বাসভবনে বোমা হামলার জন্য সরকার ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দায়ী করেন। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, এই সন্ত্রাসী চক্র ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে গুলীবর্ষণ করে অধ্যাপক কাজী আহমদ নবীর একমাত্র ছেলে মুসফিককে হত্যা করেছিল। এই চক্র ১৯৮৬ সাল থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো জবর দখল করেছে। শিক্ষক সমিতির সভায় গত ১৯ ডিসেম্বর ২ জন শিবির কর্মী নিহত হওয়ায় পুনরায় শোক প্রকাশ করে বলা হয়, এ ঘটনাকে কেন্দ্র কর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে অচল করে রাখা হয়েছে। ভিসি-প্রোভিসিকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসে সহিংসতার মূলে রয়েছে ছাত্র নামধারী স্বল্পসংখ্যক সন্ত্রাসী। তারা কখনও কখনও সংগ্রামী- কখনও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ব্যানারে সেখানে বিভ্রান্তি চালায়। শিক্ষক সমিতি অবিলম্বে সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে বন্ধ ও ক্যাম্পাসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করার জন্য সরকার ও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানায়।

শিবিরের সমাবেশ

অবরোধ চলাকালে গতকাল ভার্সিটির পরিবহন দপ্তর মাঠে এক বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠনের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলাউদ্দিন শিকদার, হামিদুল্লাহ কুতুবী, দিদারুল আলাম মজুমদার, শহীদুল হক, আবু মোঃ জাহেদ, আবদুল আউয়াল মামুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শিবির সভাপতি বলেন, একজন নেতাকর্মীর মুক্তি ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতারসহ দাবী বাস্তবায়ন না হলে লাগাতার হরতাল দিয়ে চট্টগ্রাম অচল করে দেয়া হবে। সংগ্রামী ছাত্রঐক্যের আহবায়ক মাহফুজ চৌধুরী ও সচিব জসিমউদ্দিন এক বিবৃতিতে অনুরূপ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।